আম উৎপাদনের বর্ষপঞ্জী

বর্ষপঞ্জী

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০১	জানুয়ারি	হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি/লি: বা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ১ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে।
		স্যুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে	মেনকোজেব+কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে।
		পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে	মেনকোজেব+কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লি: বা ডাউফেনাকোনাজল+প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে। অথবা সালফার জাতীয় মাকড়নাশক ২ গ্রাম/লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে।
		মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দিলে	সেচ প্রদান করতে হবে।

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০২	ফেব্রুয়ারি	হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি/লি: বা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ১ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		স্যুটি মোল্ড/পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে	**মেনকোজেব+কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে । অথবা সালফার জাতীয় মাকড়নাশক ২ গ্রাম/লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।**
		ইনফ্লোরেন্সিস মিজ পোকার আক্রমণ হতে পারে	এবামেকটিন/ফিপ্রোনিল গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে । অথবা ক্লোরোপাইরিফস ৫০%= সাইপারমেথ্রিন ৫% গ্রুপের কীটনাশক ০১ মিলি/লি: হারে স্প্রেশ দিতে হবে ।
		মাটিতে রসের ঘাটতি থাকতে পারে । মাকড়/থ্রিপস পোকার আক্রমণ হলে	ফুল ফোটা আরম্ভ হলে সেচ প্রদান করা যেতে পারে । এবামেকটিন/ফিপ্রোনিল গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০৩	মার্চ	আমের গুটি ঝরা সমস্যা দেখা দিতে পারে ।	আমের গুটি মটরদানাকৃতি হলে সলুবোরণ ২ গ্রাম/লি: এবং ইউরিয়া ২০ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে এবং গাঝের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে ।
		স্ক্যাব/দাদ রোগ হলে	ইপ্রোডিয়ন+কাবেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		এ্যানথ্রাকনোজ রোগ হলে	টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লুক্সিস্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৩ গ্রাম/লি: বা এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন+সি প্রোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে । ৭ দিন পর পর দুই বার ।
		বারমাসি কোর্টিমন, বারি-১১ আমের পরিচর্যা	অসময়ে আম পাওয়ার জন্য গাছের অংগ ছাটাই (প্রুনিং) করতে হবে । প্রুনিং করার পর অবশ্যই কর্তিত স্থানে কপার হাইড্রোঅক্সাইড পেস্ট আকারে প্রলেপ দিয়ে সম্পূর্ণ গাছে ২ গ্রাম/লি: হারে কপার হাইড্রোঅক্সাইড স্প্রে দিতে হবে এবং সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে ।
		সার প্রয়োগ মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের ১ম দিকে	সেপ্টেম্বরে উল্লেখিত মাত্রানুযায়ী সার প্রয়োগ করে সেচ প্রদান করতে হবে ।

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০৪	এপ্রিল	ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে	ফেনট্রোথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লি: বা এসিফেট গ্রুপের কীটনাশক অথবা বাইফেনাজেট ৫০% ফ্লোনিকামাইড ১০% নামক গ্রুপের (এইম সাকার ৬০ ডাব্লিউপি) ০.৫ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		স্ক্যাব/দাদ রোগ হলে	ইপ্রোডিয়ন+কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		এ্যানত্রাকনোজ রোগ হলে	টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লুক্সিস্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৩ গ্রাম/লি: বা এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন+সি প্রোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে । ৭ দিন পর পর দুই বার ।
		বাগান ব্যবস্থাপনা	সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে ।
০৫	মে	আমের মাঝি পোকার আক্রমণ হলে	ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবচেয়ে সফলভাবে এ পোকাটি দমন করা হয় । সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যায় ।
		ফল ফেটে যাওয়া রোধে	সলুবোরন ২ গ্রাম/লি: হারে অন্যান্য বালাইনাশকের সাথে স্প্রে দিতে হবে ।
		শিলাবৃষ্টি হলে	শিলাবৃষ্টি হওয়ার পরপরই ড্রাইফেনাকোনাজল+প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৭ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০৬	জুন	আমের মাছি পোকার আক্রমণ হলে	ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবচেয়ে সফলভাবে এ পোকাটি দমন করা যায় ।
			ব্যাগিং না করলে বাইফেনাজেট ৫০% + ফ্লোনিকামাইড ১০% নামক গ্রুপের এইম সাকার ৬০ ডাব্লিউপি ০.৫ গ্রাম/লি: ও এ্যাজোক্সি স্ট্রোবিন+সিপ্রোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
০৭	জুলাই	আমের মাঝি পোকার আক্রমণ হলে	ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবচেয়ে সফলভাবে এ পোকাটি দমন করা যায় । সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যায় ।
			ব্যাগিং না করলে বাইফেনাজেট ৫০% + ফ্লোনিকামাইড ১০% নামক গ্রুপের এইম সাকার ৬০ ডাব্লিউপি ০.৫ গ্রাম/লি: ও এ্যাজোক্সি স্ট্রোবিন+সিপ্রোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
০৮	আগষ্ট	এ্যাপসিলা পোকার আক্রমণ	ডাইমেথোয়েট গ্রুপের কীটনাশক ২ মিলি/লি: হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।

ক্র:নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয় বিষয়সমূহ
০৯	সেপ্টেম্বর	অংগ ছাটাই	গাছের প্রুনিং করা উপযুক্ত সময়
		বাগান ব্যবস্থাপনা	প্যাকলাবিউটাজল আম গাছের গোড়ায় দেওয়ার মোক্ষম সময় । গাছের বয়স অনুপাতে নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছের বয়স ভেদে মাত্রানুযায়ী জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে ।
		সার ব্যবস্থাপনা বছরে দুই বার	করনীয় বিষয়সমূহ ঃ
			সার প্রয়োগের মাত্রা (বছরে ০২ বার)

সারের নাম	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬-৮ বছর	৯-১০ বছর	১১-১৩ বছর	১৪-১৫ বছর	১৫ বছরের উর্দ্ধে
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৪৫০ গ্রাম	৭৫০ গ্রাম
এমওপি	৭৫ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	৬৫০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
দস্তা	১০ গ্রাম	১৫ গ্রাম	২০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৫০ গ্রাম
বোরোন	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৫০ গ্রাম
জৈব/ কোঁচো সার	২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি	৫ কেজি	৬ কেজি	৭ কেজি	৮ কেজি

			আম গাছের গোড়াতে রসের অভাব হলে সার প্রয়োগ করার সাথে সাথে সেচ প্রয়োগ করতে হবে ।
১০	অক্টোবর	পাতা কাটা উইভিল পোকার আক্রমণ	নতুন পাতা বের হলে ক্লোরোপাইরিফস+সাইপার মেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লিঃ হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
১১	নভেম্বর	মাটিতে রসের ঘাটতে	প্যাকলাবিউটাজল ব্যবহার করা আম বাগানে অবশ্যই সেচ প্রয়োগ করতে হবে ।
		হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি/লিঃ বা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ১ গ্রাম/লিঃ হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
১২	ডিসেম্বর	হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি/লিঃ বা কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ১ গ্রাম/লিঃ হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		স্যুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে	মেনকোজেব+কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিঃ হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে ।
		এ্যানথ্রাকনোজ রোগ হলে	টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৩ গ্রাম/লিঃ বা এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন+সিপ্রোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.৫ মিলি/লিঃ হারে মিশিয়ে স্প্রে দিতে হবে । ৭ দিন পর পর দুই বার ।